Coordination & Management by Directorate of Social Services, Ministry of Social Welfare | Special Supplement | The Daily Star | April 7, 1999 | Planned & Designed by : Vision Advertising

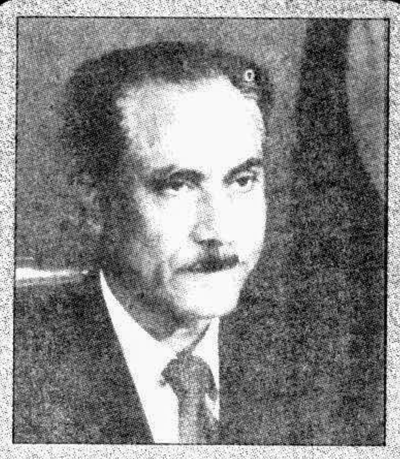

রাষ্ট্রপতির বাণী

আমাদের দেশে এবারই প্রথম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনে আমি সকল প্রতিবন্ধীদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রতিবন্ধীদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে জাতীয় কর্মকান্ডে অন্যদের মতই মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সমাজ- কল্যাণমূলক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবারই প্রথম প্রতি এপ্রিলের প্রথম বুধবারকে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক হিসেবে এদেশের প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী। এ বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন তথা সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা সরকার ও আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। প্রতিবন্ধীরাও মানুষ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা পেলে তারা সমাজে সফল অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মূল্যবান অবদান রাখছে। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও কোন কোন প্রতিবন্ধী শিল্পীর অবদান আমরা গৌরব ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার খুবই আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ১০ম সার্ক সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য সার্ক ডিসএ্যাবিলিটি ফান্ড গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। তাঁরই নির্দেশনায় এ মন্ত্রণালয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং তা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান সরকার অচিরেই প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আইন প্রণয়নের বিবেচনা করছে যা বর্তমান সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ও আন্তরিকতারই পরিচায়ক।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এ দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে র‍্যালী, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে সারাদেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলেই দিবসটির উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

আমি এ দিবসটির সফল উদ্‌যাপন কামনা করছি।

ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সমাজ সেবা অধিদফতর গৃহীত কার্যক্রম

মোহাম্মদ শফিউল করিম
পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ নানাভাবে প্রতিবন্ধীত্বের শিকার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রোগ-শোক, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা, আধুনিক জীবনের জটিলতা, দুর্ঘটনা ও জন্মসূত্রেও প্রতিবন্ধীত্বতা ক্রমন্বয়ে বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের হিসাবমতে আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ। প্রতিবন্ধীরা পরিবার তথা সমাজের অংশ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মত তাদের প্রতি রয়েছে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা প্রতিবন্ধীরা এদেশেরই সন্তান। তাদের উন্নয়ন ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা পূর্ণবিকাশের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮১ সালকে প্রতিবন্ধী বছর, প্রতি বছরের ৩রা ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্তকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দশক ঘোষণা করা হয়। এ সব ঘোষণার আলোকে সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। তাই বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার তাদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও সরকার তাদের জন্য বাস্তবধর্মী কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা প্রণয়নসহ ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিবছরের এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ঘোষণা করেছে। তাই দৃষ্টি, শ্রবণ, মানসিক, শারীরিক ও বিকলাংগ প্রতিবন্ধীদেরকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকার তথা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ-

১। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মোট ৫টি সরকারী অন্ধ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ সব বিদ্যালয়ে এক সংগে নির্ধারিত সময়ের জন্য মোট ২৬০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

২। অনুরূপভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট ও চাঁদপুরে মোট ৭টি সরকারী মুক-বধির বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ সব বিদ্যালয়ে এক সংগে নির্ধারিত সময়ের জন্য মোট ২৭০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

৩। চক্ষুষ্মান ছেলে-মেয়েদের সংগে একত্রে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত অন্ধ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে ৬৪০জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

৪। বয়স্ক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে টংগীতে অন্ধদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উহাতে মোট আসন সংখ্যা ১০০। এছাড়াও একই স্থানে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উহার আসন সংখ্যা ৮৫।

৫। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা-উপকরণ ও অংগহীনদের জন্য কৃত্রিম অংগ উৎপাদন করার লক্ষ্যে টংগীতে একটি কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস ও কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের সংগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকাদি প্রকাশ করার জন্য একটি পৃথক ব্রেইল প্রেস পরিচালিত হচ্ছে।

৬। গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ৪০ আসন- বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ প্রতিবন্ধীদের বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন উপকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

৭। দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ঢাকার মিরপুরে একটি জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে দৃষ্টি, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি ছাত্রাবাসসহ তিনটি বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ সব বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা মোট ১৯০। এছাড়াও এ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ ও একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে।

৮। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ যত্ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর রউফাবাদে ১০০ আসন-বিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে যাচ্ছে।

৯। "ন্যাশনাল ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ফর দ্যা ডিজএ্যাব্‌ল্ড"- শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জাপানী সহায়তায় ঢাকায় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

১০। "সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম"- এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে-সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে তন্মধ্যে যে- সকল কেন্দ্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই সে সব কেন্দ্রের হোস্টেল নির্মাণের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে'।

এ ছাড়াও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে।

"বাংলাদেশে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ঘোষণা ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন"

জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন
সাধারণ সম্পাদক, এনএফওডব্লিউডি

১৯৯৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে এনএফওডব্লিউডি দেশে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। এনএফওডব্লিউডি- এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবারকে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই হিসেবে এবছর ৭ই এপ্রিল, বুধবার দেশে প্রথম বারের মত জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। এবারে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে, "প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন"। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য আবার আইনের কিংবা বিধানের প্রয়োজন কেন? সংবিধান বর্ণিত ধারা সমূহ দ্বারাই তো তারা তাদের অধিকার সুরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তা হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেহেতু তাদের প্রতিবন্ধীতার কারণে নিজেদের পক্ষে জোরালোভাবে সোচ্চার হতে পারে না তাই তারা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয় মানবাধিকার ও রাষ্ট্র-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার থেকে। অথচ প্রতিবন্ধীরা এবং তাদের বাবা মা পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সুহৃদগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করে অর্থের যোগান দেয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বাচকমন্ডলী হিসেবে অংশ নেয়। অথচ আমরা যারা সুস্থ সবল সক্ষম মানুষ তারা কতটা তাদের জন্য ভাবি? অবহেলায় অনাদারে তাদের জীবন মানবেতরভাবে কাটে। দুর্বলের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ মানব ধর্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত হলেও অসচেতনতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ চিন্তার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী রাষ্ট্র অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। কিন্তু প্রতিবন্ধীরা কি এই মৌলিক অধিকারগুলি পূরণ করতে পারছে? পারছে না কেন, এর জবাব যদি আমরা খুঁজে পাই তবে প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন কেন প্রয়োজন সে উত্তর খুঁজে পাবো। বিশ্রাম বিনোদন, অবকাশ কর্ম সামাজিক নিরাপত্তা ও অভাবগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকারসহ আরও অনেক সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের কথা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা আছে। আছে সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথা। অনুচ্ছেদ ২০ ও ২১ - এ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সার্বজনীনতা আনয়ন করার ব্যাপারে নির্দেশনা আছে। বৈষম্য বিলোপের বিধি আছে। অনগ্রসর অংশের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রতিবন্ধীরা এ সব অধিকার পাচ্ছে না। পাওয়ার উপযোগী পরিবেশ ও যথার্থ ব্যবস্থা নেই বলেই তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন দরকার।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধান আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। জাতিসংঘের কনভেনশন ১৯৭১ (UN Proclamation)- এ মানসিক প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৭৫ সনের ঘোষণায় প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ ও পূনর্বাসন এবং প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার বিষয়েও নির্দেশনা আছে। ১৯৯৩ সনে ESCAP ঘোষণায় প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান এসব কনভেনশনে দস্তখতকারী হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণাপত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

১৯৮৯ সনে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের ২৩ নং ধারায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা আছে। "রাষ্ট্র মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানজনক আত্মনির্ভরশীলতা এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত করবে"।

রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ চাহিদা অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, পুনর্বাসন, কর্মসংস্থানের উপযোগীকরণ ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করবে যা সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং ব্যক্তির সাংস্কৃতিক বা মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের ৪৮তম সাধারণ অধিবেশনে প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য ২২টি আদর্শ নীতিমালা (Standard Rules) অনুমোদন করেছে।

নীতি-১ ঃ প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।
নীতি-২ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা বিধান করবে।
নীতি-৩ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
নীতি-৪ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
নীতি-৫ ঃ রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।
নীতি-৬ ঃ রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করবে এবং তাদের শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে।
নীতি-৭ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের সর্বক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করবে।
নীতি-৮ ঃ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করবে।
নীতি-৯ ঃ পারিবারিক জীবনে প্রতিবন্ধীদের আত্মমর্যাদা যাতে বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।
নীতি-১০ ঃ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের জন্য, রাষ্ট্র সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে।
নীতি-১১ ঃ প্রতিবন্ধীরা যাতে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজে সবার সাথে সমানভাবে যুক্ত থাকতে পারে রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।
নীতি-১২ ঃ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ নিশ্চিত করবে।
নীতি-১৩ ঃ প্রতিবন্ধীবিষয়ক সর্বপ্রকার গবেষণা ও তথ্যসমূহ সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
নীতি-১৪ঃ প্রতিবন্ধীবিষয়ক পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করবে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তাবিধান করবে।
নীতি-১৫ ঃ জাতীয় কর্মকাণ্ড সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্র তার জন্য আইন প্রণয়ন করবে।
নীতি-১৬ ঃ প্রতিবন্ধীরা জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চাইলে রাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দান নিশ্চিত করবে।
নীতি-১৭ ঃ প্রতিবন্ধীবিষয়ক কর্মকাণ্ড সমন্বয় করার জন্য রাষ্ট্র জাতীয় ভিত্তিক সংস্থা বা সংগঠন সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।
নীতি-১৮ ঃ প্রতিবন্ধীবিষয়ক স্থানীয় আঞ্চলিক ও জাতীয় সংগঠন-সমূহের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র সহযোগিতা প্রদান ও পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিত করবে।
নীতি-১৯ ঃ প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্র পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
নীতি-২০ ঃ রাষ্ট্র জাতীয়ভাবে প্রতিবন্ধী নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য তদারকি ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।
নীতি-২১ ঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করবে।
নীতি-২২ ঃ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের সার্বিক সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বিরামহীন প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজের মূল স্রোতে তাদের প্রবাহিত করার আন্দোলনের সূচনা করেছে। গড়ে তুলছে প্রতিবন্ধীদের সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সংহতি সমন্বয় করে জাতীয়ভিত্তিক ফোরাম প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আইন হচ্ছে রাষ্ট্র অনুমোদিত বিধান যা লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান কিংবা আইনে প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই।

উপযোগী আইন ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক। এ জন্য দরকার ব্যাপক গণসচেতনতা, গণজাগরণ। প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন। ১৯৯৬ সনের ২৭ জুলাই বিশেষজ্ঞদের কার্যকর অংশগ্রহণে ও সহযোগিতায় এনএফওডব্লিউডি একটি খসড়া প্রণয়ন করে। খসড়াটি প্রণয়ন করার সময় বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা জাতিসংঘ সনদ ও বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে করা হয়। খসড়াটি প্রণয়ন করার পর ১৯৯৬ সনের ২৮ নভেম্বর এর উপর আলোচনার জন্য দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সরকারী বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ, বিশেষজ্ঞগণসহ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের কার্যকর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি সুপারিশমালা তৈরী হয়। সুপারিশমালা গ্রহণ করে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। সরকারের পক্ষে মাননীয় সংসদ উপনেতা উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যগণ, সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন অনুমোদনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সময়ের ন্যায্য দাবী হিসেবে প্রতিবন্ধীদের একটি আইন যে হচ্ছে তা নিঃসন্দেহ। আইন প্রণেতা, প্রয়োগকারী এবং বাস্তবায়নকারীর মধ্যে সমন্বয় দরকার। দরকার জনসচেতনতা, নইলে একদিন আইন হয়তো হবে কিন্তু সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তা অনুশীলন বা অনুসরণ করা হবে না। প্রতিবন্ধীরাও থাকবে সে আইন-স্বীকৃত অধিকার থেকে অনেক দূরে।

প্রতিমন্ত্রীর বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ বছর থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবারকে "জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধীদের দুর্দশা লাঘব ও তাঁদের উন্নয়ন সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দেশের সম্পদশালী ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের মধ্যে ঔদার্য্যপূর্ণ ও সেবার মনোভাব গড়ে তোলা।

প্রতিবন্ধীদের জীবন সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করার সকল প্রয়াসে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সচেষ্ট। আমি আশা রাখি, সকলের সমন্বিত উদ্যোগে আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা গড়ে তুলতে পারব এক সুষ্ঠ পরিবেশ।

আমি প্রথম "জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ১৯৯৯" উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিবেগ সঞ্চার করতে আমাদের সরকার এ বছর থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবারকে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ঘোষণা করেছে। প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ দিবসের কর্মসূচি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের সকল প্রতিবন্ধীদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রতিবন্ধীদের সমাজে পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমেই এ দিবস পালন সার্থক হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি। প্রতিবন্ধীরা যাতে সমাজে মর্যাদার সাথে পুনর্বাসিত হতে পারে সেজন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তাদের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং আর্থ-সামাজিক নিশ্চয়তা বিধানে সরকারি বেসরকারি সকল মহলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

আমি ১ম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ১৯৯৯ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামানা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করলেও এবারই প্রথম বারের মতন জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস '৯৯ পালন করছে। সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অবশ্যই প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে আমাদের সকলের জানার এবং ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় এক দশমাংশ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। এঁরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদেরকে অবহেলা বা অব্যবস্থায় রেখে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল যখন সমাজের কাছে এঁরা শুধু অবহেলিতই ছিল না বরং অনেক সময় প্রতিবন্ধীদেরকে সংশ